যুগান্তর
তারিখ ...18 JUL 2005
পৃষ্ঠা - ১৪ কলাম - ৭

এইচএসসিতে নতুন ভর্তি নীতিমালা

শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সদ্য ঘোষিত এইচএসসিতে ভর্তির নীতিমালায় শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অনেক অভিভাবক ও শিক্ষার্থী জানায়, বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে হলে আলাদাভাবে অংকে জিপিএ-৫ (কমপক্ষে ৮০ নম্বর) পেতে হবে এই ঘোষণা আগে দেয়া উচিত ছিল। এছাড়া এই নিয়ম পরবর্তী বছরের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।

শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এইচএসসিতে ভর্তি সংক্রান্ত এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে চাইলে সাধারণ অংক অথবা উচ্চতর অংকে আলাদাভাবে যে কোন একটিতে কমপক্ষে জিপিএ-৫ পেতে হবে। রোববার যুগান্তরসহ পত্রপত্রিকায় ফলাও করে সংবাদটি প্রকাশ পেলে অনেক অভিভাবক যুগান্তরকে ফোন করে তাদের উদ্বেগের কথা জানান। একজন অভিভাবক বলেন, তার সন্তান দু' অংকের একটি এবং ঐচ্ছিক হিসেবে অংকের পরিবর্তে কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়েছে। এখন কম্পিউটার বিষয়ে অলস করেছে। এখন সে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না। এটা কী মেনে নেয়া যায়? এ ধরনের নিয়মই যদি করবে তাহলে ছেলেদের রেজিস্ট্রেশন করার আগে করল না কেন? এই নিয়ম পরবর্তী বছরে প্রযোজ্য হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পটুয়াখালী থেকে অপর একজন অভিভাবক ফোনে সঙ্গে বলেন, জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের নিয়েই সরকার থাকুক। কেন তাহলে এত গ্রেড করা হল। এ ধরনের কঠিন শর্ত জুড়ে করে জারি করে সরকার শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে চায় কি?

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়া গতকাল এক বিবৃতিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে এইচএসসি'তে বিভিন্ন কলেজে ভর্তির বিষয়ে কোটা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নামিদামি প্রতিষ্ঠানে কতজন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে তার সুনির্দিষ্ট আসন বেঁধে দেয়া দরকার। কেননা, ভাল শিক্ষার্থীরা কতিপয় ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে সেসব প্রতিষ্ঠানের ফলাফল ভাল হয়। পক্ষান্তরে অনেক প্রতিষ্ঠানে ভাল লেখাপড়ার সুযোগ থাকলেও জিপিএ-৫ধারীরা সেখানে ভর্তি হয় না। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে ফলাফলও ভাল হয় না।

সূত্র মতে, এমনিতেই আসন সংকটের কারণে প্রায় ৫৬ হাজার শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগে এ বছর ভর্তি হতে পারবে না। তার ওপর এই সিদ্ধান্তের ফলে এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে আরও হাজার হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নের সুযোগ বঞ্চিত হবে।